মেহেরপুরে ভয় আছে, কিন্তু ঘটনা নেই

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুরে ভোটের আগে উত্তেজনা ছিল, তবে তা সীমিত পর্যায়ে। ২০১৮ সালে সেই উত্তেজনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভোটের আগেই নানা এলাকায় সংঘর্ষের গুজব, পোস্টার ছেঁড়া এবং শেষ মুহূর্তের টানটান পরিস্থিতি ভোটারদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবারের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে দেখছেন মেহেরপুরের মানুষ।

এবারের চিত্র ভিন্ন। ভোটের আগে এখন পর্যন্ত কোনো বড় সহিংসতা নেই, প্রকাশ্য উত্তেজনাও চোখে পড়ে না। হামলা, বাড়ি-ঘর ভাংচুর, মিছিলকেন্দ্রিক সংঘাত- সবই প্রায় অনুপস্থিত। প্রশাসনের ভাষায় পরিস্থিতি ‘সম্পূর্ণ স্বাভাবিক’। কিন্তু মেহেরপুর ও গাংনীর অতীতের দুই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলনা করলে এই স্বাভাবিকতাই প্রশ্ন তৈরি করছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভোটের আগে যেসব এলাকায় প্রকাশ্য উত্তেজনা ছিল, সেসব এলাকাতেই এবার ভোটারদের মধ্যে চাপা উদ্বেগ বেশি। বিশেষ করে নারী ও বয়স্ক ভোটাররা বলছেন, আগের নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের মন থেকে যাচ্ছে না। এক ভোটারের ভাষায়, আগে গোলমালটা দেখা যেত, এবার দেখা যাচ্ছে না- এইটাই বেশি ভয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে অনেক প্রার্থী শেষ দিকে প্রকাশ্য প্রচারণা কমিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপত্তা শঙ্কায়। এবারের নির্বাচনে একই আচরণ দেখা যাচ্ছে, তবে আরও নীরবভাবে। কেউ প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন না, কিন্তু রাতের প্রচারণা সীমিত রাখা, চলাচলের রুট বদলানো কিংবা নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এটি দেখাচ্ছে- ঘটনা না থাকলেও সতর্কতা রয়েছে।

তিন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এসেছে তথ্যপ্রবাহে। ২০১৪ সালে গুজব ছড়াত মুখে মুখে, ২০১৮ সালে মোবাইল ফোনে, আর এবারের নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। যদিও এখন পর্যন্ত বড় কোনো অনলাইন উসকানি প্রকাশ্যে আসেনি, তবুও প্রশাসন ও প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে

অদৃশ্য সতর্কতা কাজ করছে।

সব মিলিয়ে তিন নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন সবচেয়ে শান্ত কাগজে-কলমে। কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভোটারদের পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করতে পারছে না। মেহেরপুরে তাই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সহিংসতা নয়, বরং ভয়হীন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কারণ ইতিহাস বলছে, এখানে ভয় আগে আসে, ঘটনা পরে।

মেহেরপুরে উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম বিতরণ সম্পন্ন

আর মাত্র একদিন পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। শেষ হয়েছে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা। উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম বিতরণের কাজ সম্পন্ন। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারী) সকালে উপজেলা থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে ভোটের সরঞ্জাম।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারী থেকে উপজেলা পর্যায়ে ভোটের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ বুঝে নেন এসব সরঞ্জাম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এসব সরঞ্জাম তুলে দেন মেহেরপুর-২ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর-১ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার হাতে।

আজ মধ্যরাত থেকে মেহেরপুরসহ সারাদেশে মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সারাদেশে সব ধরনের যান চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। এর আওতায় আজ মধ্যরাত (রাত ১২টা) থেকে মেহেরপুরসহ সারাদেশে মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর ৭২ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে।

এর আগে গত ১ ফেব্রুয়ারি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।

এছাড়া ১১ ফেব্রুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

তবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজে অনুমোদিত সব ধরনের যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধানের

[redacted]

[redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted]'[redacted] [redacted] [redacted] [

মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেঞ্জ এন্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান) থেকে ২০ জন, বিয়ান মনি সোসাইটি থেকে ১০ জন, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) থেকে ৫৬ জন, চারু ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ) থেকে ৩ জন, বিবি আছিয়া ফাউন্ডেশন থেকে ৫ জন, রিসভা-বাংলাদেশ থেকে ৭ জন, বিচরণ কল্যাণ সংস্থা থেকে ১১ জন এবং SCOPE থেকে ৫৮ জন পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ আসন (গাংনী উপজেলা) এলাকায় ৬৮ জন পর্যবেক্ষককে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) থেকে ৩৭ জন, ব্লুরাল ভিশন (আর.ডি) থেকে ৫ জন, মুক্তির বন্ধন ফাউন্ডেশন থেকে ৫ জন, বিবি আছিয়া ফাউন্ডেশন থেকে ৫ জন, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) থেকে ১০ জন এবং রিসডা-বাংলাদেশ থেকে ৬ জন রয়েছেন।

গাংনীতে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানখোলা ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর অভিযানে ০১টি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও এ্যামুনিশন উদ্ধার হয়েছে।
আজ সোমবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।

সেখানে বলা হয়েছে গতকাল রবিবার আনুমানিক রাত ৩টায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে একটি আম বাগানে তল্লাশি চালিয়ে ০১টি বিদেশী পিস্তল, ০২টি ম্যাগাজিন এবং ০২ রাউন্ড পিস্তলের এ্যামুনিশন(গুলি) উদ্ধার করা হয়।

অবৈধ অস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সনাক্ত করতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার সিন্ডিকেট, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নসহ ১৮ দফার অঙ্গিকার

মেহেরপুর-১ আসনের সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান ১৮ দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছেন। আজ সোমবার সকাল ১১ টাই মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ ইশতেহার ঘোষণা করেন।

ইশতেহারে তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ এবং ভাংচুরকৃত মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য পুনঃস্থাপন , সাম্য-মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন, গণ-অভ্যুত্থানের গণআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, কৃষক ও কৃষির জন্য পর্যাপ্ত সার বরাদ্দ প্রাপ্তি এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সহজে প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং সার সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া এবং সরাসরি কৃষকের থেকে ধান ক্রয় নিশ্চিত, কৃষকের মৌসুমী ফসল পিয়াজ, আলু, ইত্যাদির জন্য সংরক্ষণাগার নির্মান, সকল প্রকার সরকারি অনুদান যথাযথভাবে বণ্টন নিশ্চিত, চাঁদা ও হাদিয়ার নামে জনগণের নিকট হতে শোষন ও লুটপাট বন্ধের চেষ্টা, স্থানীয় কৃষি (পাট, কলা, পিয়াজ, টমেটো, আম, ইত্যাদি) ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাইটেক (জুস, পানি, ইত্যাদি ফ্যাক্টারী) পুনঃরায় চালু করা, জনগণকে সাথে নিয়ে পুলিশসহ প্রশাসনের ঘুষ-দূর্নীতি বন্ধ, চীন ও জাপানসহ উন্নত দেশের কর্মসংস্থান মূলক বিষয়ে এলাকার যুবক-যুবতীদের টিটিসিতে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, অস্ত্র ও মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে সর্বশক্তি নিয়োগ ও ক্যাসিনো ও অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রশাসনকে নিয়ে শক্ত ভূমিকা গ্রহন, শিশু-কিশোরদের নিয়ে স্কুল পর্যায়ে নিয়মিত কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট সহ দেশীয় বিভিন্ন খোলার আয়োজন, প্রশাসন এর উপরে কঠোর দৃষ্টি, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকারের মাধ্যমে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বেকার যুবক-যুবতীতের কর্মসংস্থানের এবং কর্মসংস্থানের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ, মিথ্যা মামলা ও হয়রানী রোধে এবং ভিকটিমদের পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত,পরিবেশ ভালো রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন ও রাষ্ট্রের

কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ১২ দফার অঙ্গিকার

মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন ইশতেহার ঘোষণা করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। এসময় জামায়ত, এনসিপির নেতৃবৃন্দও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন ইশতেহারের অংশ হিসেবে তাজ উদ্দিন বলেন, কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদানসহ কৃষিকে আধুনিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৬০ বছরের উর্ধে এবং ৫ বছরের নিচের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার আধুনিকীকরণ, গবেষণা- ভিত্তিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমূখী জনশক্তি গঠণের গুরত্ব দেওয়া হবে।

যুবকরা আপদ নয়, জাতীর সম্পদ, গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা অজর্নের জন্য ২ বছর মেয়াদি ১০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

মেহেরপুর শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় বাইপাস সড়ক নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর, আমঝুপি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ও মেহেরপুরের ৬টি বিলসহ নদ-নদীগুলোকে নিয়ে পর্যটন জোন তৈরি করা হবে। শিশূদের জন্য বিনোদন পার্ক তৈরি করা হবে।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান এবং ভোটকেন্দ্র পাহারার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। তিনি বলেন, ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সকালে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করে কেন্দ্র পাহারা দেবেন।

রোববার বিকেলে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য মাসুদ অরুন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

[redacted]

[redacted]